# শিহরন

## প্রাপ্তমনস্ক রহস্য-রোমাঞ্চ বার্ষিকী

তৃতীয় বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ২০২৪

এক, দুই, তিন; আর তারপরই... এই 'তিন' সংখ্যাটা বড় রহস্যময়। তার উপর আবার শিহরনের 'তৃতীয় বর্ষ' সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। তাই পাঠক-পাঠিকাদের মনে একটা শিহরন তো থাকবেই। হ্যাঁ, প্রাপ্তমনস্ক পাঠক-পাঠিকাদের মনে শিহরন জাগাতে, তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে এবার আমরা প্রকাশ করতে চলেছি শিহরনের তৃতীয় সংখ্যা, যা প্রকাশিত হবে শারদ উৎসবের অনেক আগেই।

রহস্য-রোমাঞ্চ প্রেমী পাঠক-পাঠিকা মাত্রই জানেন রহস্যধর্মী গল্প-উপন্যাসের ইতিহাস বিশ্বসাহিত্য বা বাংলা সাহিত্যে অনেক পুরানো, যা আজও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহমান এবং ভবিষ্যতেও তার আপন কর্তৃত্ব বহাল রাখবে। কারণ রহস্যময়তার প্রতি, রোমাঞ্চের প্রতি মানুষের জন্মগত এক আকর্ষণ আছে। বলা ভালো, মানুষের রক্তের মধ্যেই মিশে আছে এক রহস্যময়তা বা শিহরনের অনুভূতি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কীভাবে হল, কীভাবে সৃষ্টি হয় প্রাণের এবং মৃত্যুর পর কোথায় যায় মানুষের প্রাণ? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও রহস্যময় কুয়াশায় মোড়া। আর এসব প্রশ্ন সম্পর্কে যেটুকু তথ্য মানুষ সংগ্রহ করতে পেরেছে, তা শিহরন জাগানো। তাই শিহরনের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষ শিহরিত হতে চায়। আর তার উপাদান হিসাবে সে অনেক সময়েই বেছে নিতে চায় বইকে, শিহরন জাগানো গল্প-উপন্যাস কাহিনিকে, ভয়াল রসকে। আর সেই জন্যই আমরা উপস্থিত করতে চলেছি 'শিহরন বার্ষিকীর তৃতীয় সংখ্যা'। বলা বাহুল্য শিহরনের প্রথম দুটি সংখ্যা পাঠক-পাঠিকাদের শিহরিত করার ফলে, তাঁদের বিপুল সমর্থন ভালোবাসা আদায় করার ফলেই আমাদের এই তৃতীয় প্রয়াস।

শিহরন জাগানোর মতো সব ধরনের উপাদানই ধরা আছে 'শিহরন'-এ। রয়েছে উপন্যাস, গল্প থেকে প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার। বলা বাহুল্য তা সবই শিহরন জাগানো। আর কারা রয়েছেন লেখক তালিকায়? শিহরনের জন্য কলম ধরেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রণম্য সাহিত্যিকেরা থেকে শুরু করে প্রতিশ্রুতিবান নবীন লেখক-লেখিকারাও, যাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের রহস্য-রোমাঞ্চকে শাসন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও 'শিহরন বার্ষিকী'র পাতায় উঠে এসেছে সত্যিকারের শিহরন জাগানো ঘটনার কথা। ইতিহাস গবেষকরা লিখেছেন ইতিহাসের শিহরন জাগানো কোনও ঘটনার কথা। আবার এভারেস্ট জয়ী বলেছেন তাঁর ভয়াল, রহস্যময়, উত্তুঙ্গ শিখর জয়ের অভিজ্ঞতা। যা পড়লে বা বললে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও নিখাদ সত্যি, যা শিহরন জাগায় পাঠকের মনে। আবার কেউ হয়তো শুনিয়েছেন তাঁর পেশার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অজানা শিহরনের কথা। বলে রাখি, বাদ পড়েনি শিহরন জাগানো অনুবাদ কাহিনিও। বলা যেতে পারে চারশো পাতার এই বইতে ধরা পড়েছে পাঠক-পাঠিকাদের মনে শিহরন জাগানোর সব উপকরণ। শিল্পী সৌজন্য চক্রবর্তীর আঁকা প্রচ্ছদটিও নিঃসন্দেহে শিহরন জাগাবে।

রহস্য-রোমাঞ্চ প্রেমী প্রাপ্তমনস্ক পাঠক-পাঠিকার মনে 'শিহরন বার্ষিকী'র আগের দুটি বই যে শিহরন জাগাতে সক্ষম হয়েছিল, এবারের বার্ষিকীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে না; তা বলতে পারি। আসুন তবে শিহরনের পাতা খুলে শিহরিত হই রহস্য-রোমাঞ্চের ভয়াল রস সাহিত্যে।

শুভেচ্ছাসহ

১৪ অগাস্ট, ২০২৪


সম্পাদক
**হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত**
প্রচ্ছদ
**সৌজন্য চক্রবর্তী**
অলংকরণ শিল্পী
**ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য, মৃণাল শীল, প্রণব হাজরা, আশিস ভট্টাচার্য, সোমনাথ পাল, সুদীপ্ত মণ্ডল, সঞ্জয় দাস**
বানান সংশোধন
**নিবেদিতা মজুমদার, অনন্যা দে, সৌরভ পাল, সমন্বিতা ঘোষ, আশিস সামন্ত, রিয়া মিত্র**
বিন্যাস **অরূপ ঘটক**
সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা **অপূর্বকুমার পাল**
সম্পাদকীয় বিভাগ **শর্মিষ্ঠা নাথ, অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব**
জনসংযোগ **নিবেদিতা মজুমদার**
বিপণন **নীলাভ বিশ্বাস**
প্রচার-নিয়ন্ত্রণ **অলোক ব্যানার্জি**

— **প্রাপ্তিস্থান** —

**ম্যাগাজিন ডিস্ট্রিবিউটর**
রবি সাহা (ডেকার্স লেন), পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট),
শ্যামল বুক স্টল (টেমার লেন),
মদন তরফদার (শিয়ালদহ)

**বুকস ডিস্ট্রিবিউটর (কলেজ স্ট্রিট)**
এলএফ বুকস আউটলেট (সাহা বুক স্টল),
দে বুক স্টোর (দীপুদা), দে'জ (চিরঞ্জিত),
জানকী বুক ডিপো, বুক ফ্রেন্ড, দাস বুক স্টল,
বলাকা বুক স্টোর, ব্লিজ, অরণ্যমন, প্ল্যাটফর্ম,
শব্দ প্রকাশন, অভিযান বুক ক্যাফে, বইবন্ধু পাবলিশার্স

**অনলাইন বুক সেলার**
রিড বেঙ্গলি বুকস, স্মেল অব বুকস, বুক-লুক,
ওপারের বই, দূরের বই, ভেস্ট পকেট,
কলকাতা বুক সেলফ, গল্পগুচ্ছ অন্যত্র

**বাংলাদেশ**
বাতিঘর, রকমারি ডটকম, ইন্দো-বাংলা বুক শপ,
তক্ষশীলা, অক্ষর, এক্স ওয়াই জেড, সাজাহান বুকস,
প্রথমা, বুক চয়েস, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অন্যত্র

—**মুদ্রক**—
প্রিন্ট-ও-প্রসেস
১৫/৫, কে বি সরণী, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৮০

—**বাঁধাই**—
এমএ বাইন্ডিং ওয়ার্কস

—**প্রকাশক**—
লিইবার ফিয়েরা
এলএফ বুকস ইন্ডিয়া, দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড,
নবপল্লী, বারাসত, কলকাতা-১২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**₹ ৪৯৯/-**

ISBN: 978-93-93629-92-0
**https://lfbooksindia.com**
Customer Support: **9073872878**

# সূ চি প ত্র

শিহরন । বর্ষ সংখ্যা ৩ । ২০২৪

## উপন্যাস-উপন্যাসিকা

**অমর মিত্র**

জ্বলনের স্মৃতি ৮

দুজনের কথোপকথনের মধ্যে একদিকে উঠে আসে মানুষের লোভ লালসার কথা। প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়ার কথা। আবার তাদের কথার সূত্র ধরেই অন্যদিকে উঠে আসে প্রকৃতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা মিথের কথা। পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এই শরীর জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি প্রকৃতির প্রভাব নির্ভর। এই সহজ সত্যটা কিছু মানুষ বোঝে, কিছু মানুষ বোঝে না; তারই জীবন্ত দলিল এ কাহিনি।

**দীপান্বিতা রায়**

লালি গুরাশ ৭৬

সামান্য হাঁটু অপারেশন করাতে হাসপাতালে ভর্তি হলেন রমেশ দেশাই, আর মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে! কীভাবে সম্ভব? ডাক্তারের কথা অনুযায়ী তার হৃদযন্ত্র তো ঠিকঠাক চলছিল। তাহলে? এই জটিল কেসের সমাধান করতে নামছেন সাহিত্যিক মেঘনাদ।

**হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত**

জাফরির ওপাশে ৪০৪

একটা সামান্য জাফরির কি সত্যিই ক্ষমতা আছে অন্দরমহলকে লুকিয়ে রাখার? নাকি যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও এক জাফরিকেও একদিন হার মানতেই হয় অন্দরমহলের ইচ্ছার কাছে? নাকি জাফরির ওপাশ থেকে কোনও সত্যি বেরিয়ে এল সবার সামনে?

**রাজা ভট্টাচার্য**

বাক্ ৫১

নীলাদ্রি দত্ত, শহুরে শিক্ষিত, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার। কিন্তু হঠাৎ শুরু হল বিপত্তি। গ্রামের বাড়ি থেকে ফেরার পরেই বদলে যেতে লাগল তার স্ত্রী ও পুত্রের হাবভাব। চেনা মানুষ রূপ নিতে থাকে অচেনার। কিন্তু নীলাদ্রি দত্তের এই সমস্যা কি আদৌ তার মনের মধ্যে জমা অন্ধকারের? নাকি অন্য কিছু এর উৎস? আলো ও অন্ধকারের এই খেলাতে শেষ পর্যন্ত সফল হবে কে?

**সুজিত বসাক**

মার্ডার ১২১

ফোনের কাজ খবর আদান প্রাদান করা। কিন্তু সেই ফোনই যদি মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে? প্রথমে ফোন আর তারপর একের পর এক মৃত্যু; কারণ খুঁজে পেতে নাজেহাল পুলিশমহল থেকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর সবাই। কেন খুন হচ্ছে একের পর এক? প্রশ্ন অনেক। আছে উত্তরও।

**শ্রীজিৎ সরকার**

উপযোজন ১৯৮

মিলি আর যশুয়া দুই বন্ধু। একদিন রাতে লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এক জলাশয়ের সামনে। যশুয়া আজ মিলিকে বিশেষ কিছু দেখাবে। যশুয়া শিস দিল। আর তখনই জলাশয় থেকে ভেসে এল আরেকটা শিস। কে দেয় সে শিস?

# উপন্যাস-উপন্যাসিকা

**সুশান্তকুমার বিশ্বাস**

## অনেক মৃত্যু পেরিয়ে

**২৩৪**

কফি আরামদায়ক উষ্ণ পানীয়। কিন্তু কীভাবে এই পানীয়ই হয়ে উঠল এক অধ্যাপকের মৃত্যুর কারণ? তদন্তে নামলেন পুলিশ। পুলিশি তদন্তের পরোতে পরোতে কি উদ্‌ঘাটন হবে এই আকস্মিক মৃতুর কারণ? নাকি বৃহৎ রহস্যের সন্ধান পাবে পাঠক?

**দেবদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়**

## অহম রুদ্রে

**১৬৬**

দুর্গা, দুর্গতি নাশ করেন যিনি। আবার অত্যাচারীদের দুর্গতি দেন যিনি। কারণ দুর্গা এক বোধ। অন্তরের ভয় থেকে মুক্তির বোধ। অন্যকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার বোধ। সেই রকমই এক বোধ কীভাবে সমগ্র উপন্যাসে এক শক্তির জাগরণের রোমাঞ্চকর কাহিনি হল?

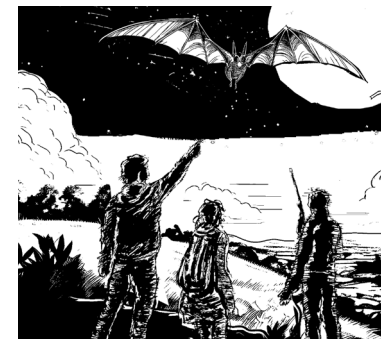

**অনুব্রীত সাহা**

## নিশাচরের ডাক

**২৭১**

প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর প্রবীর মুখার্জী এসে পৌঁছেছেন জাভায়। রাত একটা নাগাদ সেই অঞ্চলের সবাই হঠাৎ জেগে ওঠে এক জান্তব আওয়াজে। কার আওয়াজ ছিল সেটা? যৌবনের ধর্মই সাহস। আর সাহস প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। তাতে কি সফল হলেন ডক্টর প্রবীর মুখার্জী? আর ঐ জান্তব শব্দটাই বা কোন নিশাচরের?

**বৈশাখী ঠাকুর**

## সত্যাসত্য

**২৯৯**

লুডোর মতো জীবনেও সাপ সিড়ি খেলা চলে। কখনও উত্থান তো কখনও পতন। কখনও বা জীবনে হয়ে যাওয়া কোনও ভুল মারাত্মক আকার হয়ে ফিরে আসে। সময়, পরিস্থিতি, মানব মনের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা এক জটিল ধাঁ ধাঁ-র উত্তর হল এই গল্প। বনানী কি পারবে তার জীবনের নানা অসত্যের মধ্যে থেকে সত্যকে চিনে নিতে? নাকি সত্য অসত্যের মায়াজালেই আটকে থাকবে!

**চন্দ্রাণী ভট্টাচার্য**

## টেকেনডামার কান্না

**৩৪৩**

লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু কে না জানে এই প্রবাদকে। তবে জানলেও মনে রাখে না। ক্ষমতার দম্ভে সব কিছু ভুলে যায়। স্বর্ণ নগরীর খোঁজে লোভাতুর হয়ে বিবেককে খুইয়ে বসেছিল তারা কালোর্স আর আলভারো। কিন্তু কী হল তাদের সঙ্গে? প্রতিশোধ-লোভ-ভালোবাসা বিরহ সব কিছুর মিশেলে গড়ে ওঠা কাহিনি পড়লেই উত্তর মিলবে যে টেকেনডামা কেন আজও কাঁদে।

**অনিকেত ঋক রায়**

## প্রায়শ্চিত্ত

**৩৭০**

রসুলপুরের জাগ্রত দেবী শ্যামাকালীর মন্দির থেকে চুরি হয়ে যায় মায়ের সব গয়না আর বেশ কিছু টাকা। কে বা কারা এ কাজ করতে পারে ভেবে কুল কিনারা পায় না কেউ। কেসের দায়িত্ব পড়ে ভবানী ভবনের সবচেয়ে যোগ্যতম গোয়েন্দা সোমনাথ সুরের হাতে। তিনি কি পারবেন চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করতে? নাকি কিছু জিনিস তার অধরাই থেকে যাবে?

# বড়োগল্প

**স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়**

## পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়

২২

টলিউডের নামী নায়িকা কেকা মিত্র খুন হলেন। ডেডবডি পড়ে রইল তার ঘরেই। তদন্তে নামল পুলিশ। ডাক পড়ল নাম করা গোয়েন্দা পিটার পাইনের। ভরদুপুরে কে খুন করে গেল নায়িকাকে? রহস্যের জট অনেক গভীরে ছড়ানো। পিটার পাইন কি পারবেন এই খুনের রহস্যজালকে ভেদ করতে?

**ফ্রেডেরিক ম্যারিয়েট**

## হার্টজ পাহাড়ের সাদা নেকড়ে

১০৪

**অনুবাদ: সবুজ হালদার**

হার্টজ পাহাড় সম্পর্কে শোনা যায় অনেক জনশ্রুতি। ঘটনাচক্রে এক পরিবারকে সামনা করতে হল ঐ পাহাড়বাসী অশুভ শক্তির। কিন্তু ঐ অশুভ শক্তির দেওয়া অভিশাপ কী রূপ নিল তাদের জীবনে; গল্পের পরতে পরতে তাই উঠে এসেছে। টান টান উত্তেজনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই গল্পের শেষটা আদপে কী?

**হিমি মিত্র রায়**

## গন্ধটা কীসের

৪১

কথক তিনদিনের ছুটি নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে দুর্গাপুজো দেখতে এসেছে। এমন কিছু জিনিস সে দেখছে, যা আর কারও চোখে পড়ছে না। এগুলো কি কেবল কথকের মনের ভুল? নাকি মহাদেবীর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে কোনও বড় সত্য উদ্ঘাটন হবে এবারে? কথকের নাককে পীড়া দিয়ে চলা গন্ধটা আদতে কীসের?

**অমৃতা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

## আবরা কা ডাবরা

১৮৯

গাপ্পা, একদিন তার মাকে খুন করে ফেলল। কিন্তু আপাত নিরীহ এই বালক কেন খুন করল তার মাকে? খুন কি আদৌ সে-ই করেছিল? নাকি তাকে কাজে লাগিয়ে অন্য ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল কেউ? ম্যাজিশিয়নের আদপে কী উদ্দেশ্য ছিল? আসল রোমহর্ষক ঘটনা জানতে অবশ্যই পড়তে হবে এ কাহিনি।

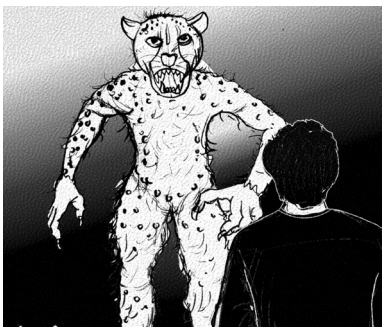

**শ্রেষ্ঠা ঘোষ**

## শুভ না অশুভ?

১৫৬

ছোটো থেকেই অন্বেষার একটাই লক্ষ্য ছিল মানুষের সেবা। যথাসময়ে বড় হয়ে ডাক্তার হল সে, এল এক শৈল শহরে। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত রোগে ঢেকে গেল শৈল শহর। কিন্তু এই রোগের পিছনের কারণ কী? জানা যাবে কীভাবে? শুভ আর অশুভের এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবেই বা কীভাবে? জানতে হলে পড়তে হবে এ কাহিনি।

**রাজ কুণ্ডু**

## নেপথ্যে আতঙ্ক

২৬২

সমীরণ বাবু হঠাৎ একদিন থেকে পাগলের মতো ব্যবহার করতে থাকেন। কিন্তু কেন? চারপাশে ছোট্ট মৌমাছিদের দেখে ভয়ে আতঙ্কে উনি জ্ঞান হারাতে থাকেন। কিন্তু কেন এই ছোট্ট জীবকে ওঁর এত ভয়? এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণই বা কী? আর এই ভয় ওঁকে শেষ অবধি কোন পরিণাম দিল?

## বড়োগল্প

**পিয়াশা চৌধুরী**

রক্তবৎ ২৮৬

একটা নিউ ইয়ারের সকাল, মানে একটা নতুন সূচনা। পুরানোকে ভুলে নতুনভাবে জীবনকে ভাবা। কিন্তু সকলের জীবনই কি মুক্তি পায় পুরানো সব কিছু থেকে? নতুন কোনও রেজলিউশন তৈরি হয় না ইনস্পেকটর রাজীবের। কিন্তু কেন? অতীতের কোন ঘটনার রক্তাক্ত ক্ষরণ রাজীবের জীবনকে 'হ্যাপি' নয়, বানিয়ে তুলেছে 'ব্লাডি'?

## ছোটোগল্প

**ইন্দ্রনীল সান্যাল**

ভায়োলেট ৩৬

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের বাংলোর বসবার ঘরে হঠাৎ একদিন একটা খাম পাওয়া গেল। খাম থেকে বেরোলো একটা নীলচে, তিনকোনা সুতির কাপড়। আর শুধু কাপড় নয়, এর সঙ্গে মিলল তাঁর দেহরক্ষীর মৃতদেহ। কেন? কোন ইতিহাসের উপর থেকে পর্দা ওঠাতে চলেছে ইন্দ্রনীল সান্যালের এই গল্প?

**জয়ন্ত দে**

সাপ ও সাপিনী ১১৫

অন্যান্য পশুদের মতো মানুষও প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাই হয়তো মানুষের মধ্যেই খুঁজলে সব রকম পশুর স্বভাবই পাওয়া যাবে। বিপদে পড়লে মানুষ কীভাবে বিষধর সাপের মতো বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে, তারই এক রোমাঞ্চকর গাথা 'সাপ ও সাপিনী' গল্পটি।

**রাকেশ শীল**

আমি খুনি ২৩১

রোজকার মতো নেশা করে বাড়ি ফেরে অমর্ত্য। বাড়িতে এসে বৌ রমাকে ডাকে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। রমাকে পায় না সে। ঘরে ঢুকেই তার চোখে পড়ে রক্তমাখা ছুরি। এত রাতে রমা গেলই বা কোথায়? আর ঘরের মধ্যে ঐ রক্তে মাখা ছুরিটা এল কোথা থেকে?

শিহরন
প্রথম বর্ষ
২০২২

বইদুটি
সংগ্রহ করতে পারবেন
এই লিঙ্ক থেকে

https://lfbooksindia.com/book-store/

শিহরন
দ্বিতীয় বর্ষ
২০২৩

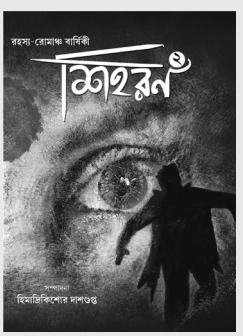

## ছোটোগল্প

**পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

জ্যোর্তিময়দার মা ৩৩৮

তারাপীঠে যাওয়ার পথে মানবের সঙ্গে আলাপ তার জ্যোতির্ময়দার। কথার সূত্র ধরে জানা যায় তিনি এক তান্ত্রিক বাবার শিষ্য। মানবেরও আগ্রহ আছে তন্ত্রের মতো বিষয়ে। কিন্তু গুহ্য বিদ্যার এই শাখাতে অনেক সময়েই ভণ্ড লোকের দেখা মেলে। কিন্তু এই গুরু ব্যক্তিটি কীরকম? সৎ নাকি ভণ্ড? তার সঙ্গে আলাপের পর মানবের জীবনে কী কী ঘটল?

**এণাক্ষী কয়াল মণ্ডল**

অরণ্য রক্ষক ৩৬০

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষ উন্নত হয়েছে। ভেবেছে প্রকৃতিকে সে জয় করে ফেলেছে। কিন্তু না, মানুষ তা পারেনি। প্রকৃতি চিরকালই আমাদের বোধের বাইরেই ছিল। আমরা তাকে বুঝতে পারি না, যেমন বোঝেনি পলভয় পরিবারের ছোটো ছেলেটা। মায়ের উপর রাগ করে ঢুকে গিয়েছিল জঙ্গলে। কিন্তু তারপর কী পরিণতি হল তার?

**অরুণাভ বিশ্বাস**

কৃষ্ণ-অষ্টমীর রাতে ৪০০

মানুষকে আদৌ বিশ্বাস করা উচিত কি না, এ প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ যুগ যুগ ধরে চলছে। যে কোনও সম্পর্কেই বিশ্বাসটা জরুরি। কিন্তু সেই বিশ্বাসের পরিণাম কী হবে তা বলা শক্ত। শ্যামলী, দামোদর ও মোহন ডাক্তার এই তিনজনের বিশ্বাস একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু একেক জনের পরিণতি এখানে অন্য গল্প বলে।

## প্রবন্ধ / ফিচার

**বসন্ত সিংহ রায়**

মরু পদযাত্রা ৩২

বন্ধনের থেকে মানুষ মুক্তি চায়। মুক্তি চায় গতে বাঁধা জীবন থেকেও। তাই জন্যেই তো পথে বেড়িয়ে পড়া নতুনকে জানতে। এ গল্পে কথকও সেই নতুনের খোঁজে বেড়িয়ে পড়েছেন মরুভূমির উদ্দেশ্যে। রোজকার জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে এ যাত্রাতে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সঙ্গে সঙ্গে আর কী কী অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করলেন কথক?

**চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**

সংগ্রহের নেশায় শিহরন ১৮৬

মানুষ কী সংগ্রহ করবে, কেন করবে আর ঠিক কীভাবে করবে সবটা তার নিজের পছন্দের উপর নির্ভর করে। আজকের সংগ্রহই আগামীকালের ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। কেমন করে সংগ্রহও আমাদের শিহরিত করতে পারে, তার এক অনবদ্য লেখনী হল 'সংগ্রহের নেশায় শিহরন'।

**ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী**

কাজটাই শিহরনের ২৯৬

গল্প শোনার প্রতি আমাদের আগ্রহ চিরকালের। আর তা যদি একটু রোমাঞ্চকর হয়, তাহলে তো মজাই আলাদা। বাংলা সাহিত্যের এমনই গল্প দিয়ে সাজানো এক অনুষ্ঠান হল 'সানডে সাসপেন্স'। কে না জানে এ কথা? কিন্তু শুরুর দিনগুলো কী সত্যিই সহজ ছিল? গল্প নির্বাচন থেকে পরিবেশন, কতটা রোমাঞ্চকর ছিল দিনগুলো?

# প্রবন্ধ / ফিচার

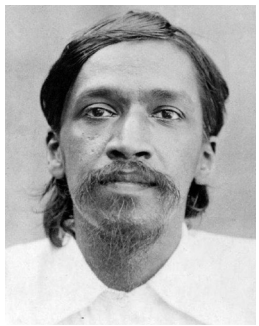

সৈকত নিয়োগী

## শ্রী অরবিন্দের প্রেতচর্চা এবং গুপ্তসমিতি

৩৬৬

আধ্যাত্মিক বলে নিজের পরিচয় দিতে আজ কাল অনেকেই বেশ লজ্জা পান। তার তুলনায় মডার্ন হওয়া অনেক বেশি 'কুল'। পরের মঙ্গলের জন্য নিজের হাড় হাসি মুখে দিয়ে দিতে পারতেন এই দধীচি মুনিরা। ঠিক তেমনই এক আধ্যাত্মিক মানুষ ছিলেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। আর তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে মিলেছিল এক কঠোর বিপ্লবী সত্তা। কেমন ছিল সেই মহামানবের জীবন?...

অজন্তা সিনহা

## থ্রিলার সাহিত্যে অধঃপতন অব্যাহত...

৩৩৫

বাংলা সাহিত্যে একটা রহস্যের জগত ছিল, যা গড়ে তুলেছিলেন আমাদের মহান স্রষ্টারা। কেমন ছিল সেই দুনিয়া, আর আজকেই বা কেমন হয়ে উঠেছে সেই বিশ্ব; তারই এক নির্ভরযোগ্য দলিল হল এই লেখাটি।

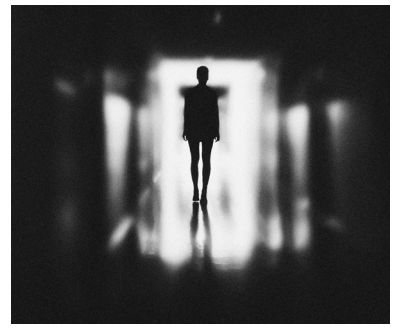

সুরবেক বিশ্বাস

## কে ওই আগন্তুক!

৭৩

জীবনের কোন ঘটনা আমাদের হাসাবে, কোন ঘটনা কাঁদাবে, তা কেবল জীবনই জানে। জীবনের তেমনই এক অদ্ভুত ঘটনার কথা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন লেখক। কে ছিল সেই আগন্তুক! তাকে কি আদৌ জানতে পারলেন লেখক?

হোমাগ্নি ঘোষ

## দ্রোণাগিরি গ্রামের সেই আগন্তুক

২৫৮

অচেনা পর্বতের বাঁকে লুকিয়ে থাকে কত গল্প কথা, কত মিথ, কতরকম রহস্য। সেগুলো ঠিক না ভুল, কে জানে। মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। ঠিক কী ঘটেছিল লেখকের সঙ্গে দ্রোণাগিরি গ্রামে? পড়তে পড়তে জেনে নেওয়া যাক সেই শিহরন জাগানো কাহিনি।

## লেখার আমন্ত্রণ

'শিহরন' বার্ষিকীতে লেখা পাঠাতে গেলে https://lfbooksindia.com ওয়েবসাইটে গিয়ে পাবলিশ উইথ আস এবং অ্যানাউন্সমেন্ট সেকশন দেখুন ভালো করে। লেখা ইউনিকোড বাংলায় ওয়ার্ড ফাইল এবং পিডিএফ—দুই ফরম্যাটেই ই-মেল (lfbookseditorial@gmail.com) মারফত পাঠাতে হবে। এই বার্ষিকীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একমাত্র বিচার্য লেখার গুণমান। কমপক্ষে ৩০০০ শব্দ সংখ্যা থেকে ২৫০০০ শব্দ সংখ্যার কমবেশি গল্প, অনুবাদ, বড়োগল্প, উপন্যাস, উপন্যাসিকা পাঠানো যাবে। লেখাটি অবশ্যই সম্পূর্ণ মৌলিক, অপ্রকাশিত (যেকোনও মাধ্যমে) এবং পূর্ববর্তী কোনও লেখার পরিমার্জিত হলেও চলবে না। সাধারণত লেখা পাঠানোর ক্রমানুসারে মনোনীত (কমপক্ষে ছ'মাস) লেখা বার্ষিকীতে রাখা হবে। লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪। ডাক যোগে কোনও লেখা নেওয়া হয় না, একমাত্র ই-মেল মারফত-ই লেখা নেওয়া হয়।

**(ISP) এলএফ বুকস**

# জ্বলন্তের স্মৃতি

প্রণব হাজরা

ফ্যান্টাসি

## অমর মিত্র

বহুকাল বাদে নয় পাহাড়ে পৌঁছে অখিল শুনল, বন্ধু কমলের বউ নীলাঞ্জনা আগুনে পুড়ে মরেছে। তারপর থেকে কমল আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। কমল বলল, "নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি অখিল, আগুন নিয়েই ঘর করেছি এতটা জীবন, আমার কবে কী হবে জানি না, তুমি এসেছ আমাকে মনে করে, আমার মেলের উত্তর দেবে তুমি তা ভাবিনি। তুমি যে সত্যিই নয় পাহাড়ে আসবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি।"

কমল সরকারকে নিয়েই বেরিয়েছিল অখিল। কমল কথাটা বলছিল এক বিস্তৃত পাথরের চট্টানে বসে। হাই স্কুলের পিছনেই সেই অহল্যা ভূমি। একা থাকে কমল এই পাহাড়ি জায়গায়। জায়গাটার নাম 'নয় পাহাড়', পুরুলিয়া এবং ঝাড়খণ্ড সীমানায়। অখিলের অচেনা নয় এই জায়গা, কিন্তু সে এখানে এল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বাদে। পঁয়ত্রিশ বছরটা কম নয়। এই পঁয়ত্রিশে পৃথিবীর অনেক বদল হয়েছে। এত বদল কল্পনা করা যেত না সেই সময়। আর এই নয় পাহাড়ি আর আগের মতো নেই। নয় পাহাড়ির এত বদল হবে ভাবেনি অখিল। সেই যে বিস্তৃত বনভূমি, শাল, পিয়াল, মহুয়া, সোনাঝুরি আর পলাশের বন নেই। নেই। সেখানে মাথা তুলেছে এক মস্ত সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। বন কেটে বসত হয়েছে। অমন ঘন বন, বনের ভিতরে মাথা তুলে দাঁড়ানো কাছিম পাহাড়, তা কোথায় গেল? অখিল ভোরের ট্রেনে নেমেছিল মধুতলা স্টেশনে। তারপর একটা গাড়ি বুক করে নয় পাহাড়। কিন্তু কোথায় সেই পাহাড়ে ঘেরা মায়ায় ভরা জনপদ? অখিলের মনে আছে, একটি দিনের কথা। এমন এক ফাল্গুনের দিনে